দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 27/10/85 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

৩৫ বছরের বেশি বয়সের কাউকে ছাত্র রাজনীতিতে থাকতে দেয়া হবে না ঃ যুব সংহতি

চট্টগ্রাম, ২৬শে অক্টোবর (বাসস)।—নতুন বাংলা যুব সংহতির আহ্বায়ক জনাব এ টি এম রফিকুল ইসলাম গতকাল এখানে বলেন যে ৩৫ বছরের অধিক বয়সের কাউকেই ছাত্র-রাজনীতিতে থাকতে দেয়া হবে না। কারণ এসব 'ঝানু' ছাত্রনেতারা ক্যাম্পাসের বাইরের তাদের প্রভুদের নির্দেশ মোতাবেক ছাত্রদের বিপথগামী করে শিক্ষার পরিবেশকে কলুষিত করে থাকে।

(শেষ পঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

৩৫ বছরের বেশি

(১ম পৃঃ পর)

স্থানীয় সংহতি অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব ইসলাম বলেন ভবিষ্যত বংশধরদের যোগ্য উত্তরসূরী হিসাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে জ্ঞান আহরনের সুষ্ঠু পরিবেশ যাতে ছাত্ররা পায় তজ্জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সম্প্রীতির পরিবেশ নিশ্চিত করতে আমরা দৃঢ় সংকল্প।

সংহতির যুগ্ম আহ্বায়ক জনাব আনিসুজ্জামান খোকনও সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন।

বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক দলসমূহের রাজনীতির সমালোচনা করে সংহতি নেতা বলেন যে, ঐসব 'তথাকথিত নেতারা তাঁদের অতীত অপকর্মের কারণে জনগণ কর্তৃক সর্বোতভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।'

তিনি বলেন, তাদের আসল মুখোশ জনগণের ভাল করেই জানা আছে। রাজনৈতিক নেতাদের দ্বিমুখী নীতির সমালোচনা করে সংহতি নেতা বলেন ১৫ দলীয় জোট সবই ক্ষীণকণ্ঠে ১৯৭২ সালের সংবিধানের পুনঃপ্রবর্তনের দাবী জানালেও রাজাকর বাকশালসহ জোটের প্রধান অংশীদার দল খোলাখুলিভাবেই গণতন্ত্র নাকচ করেছে।

সংহতি নেতৃবৃন্দ বলেন, ৭ দলীয় জোটের অন্যতম নেতা বিচারপতি জনাব আবদুস সাত্তার প্রেসিডেন্ট পদে এক কোটি ভোটে বিরাট বিজয় সাফল্য অর্জন করেও তার দায়িত্বভার গ্রহণের মাত্র তিন মাসের মধ্যেই তার নিজের মন্ত্রিসভার কতিপয় মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ শুনেন। কিন্তু অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, তবুই বিএনপি এখন সেসব দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের মুক্তি চায়।